মনের কথা

মোঃ শাহীবুর রহমান মিয়াদ

ভূমিকাঃ

হোক কোনো স্মৃতি,হোক কোনো ঘটনা, হোক কোনো স্বপ্ন বা অসম্ভব কল্পনা যেকোনো কিছু আমার কাছে যদি লিখে রাখতে ইচ্ছা হয় তবে তা এখানে লিখে রাখব। এমনকি কিছু কিছু কথা ফেসবুকে স্ট্যাটাসে লিখতে ইচ্ছে করে কিন্তু অনেক সময় সেগুলো ফেসবুকে লেখার মত অবস্থা থাকে না ; কারণ ফেসবুকে অনেক প্রকার মানুষ থাকে ।

আমি একরকম ভেবে স্ট্যাটাস দিব বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে নিবে সেটা। এধরণের যত কথা আছে সবকিছু এখানে লিখে রাখব।

লেখার নিয়মাবলিঃ

যেদিন কোনোকিছু লিখব সেইদিনের তারিখটা লেখার শুরুতেই লিখব। আর যদি অতীতের কোনো ঘটনার কথা লিখি তবে ওই ঘটনার সময়কাল টা লেখার চেষ্টা করব(যদি মনে থাকে)।

শুরুঃ

১।(৩১ শে জুলাই , ২০১৭)

তখন সবেমাত্র ইন্টার পরীক্ষা শেষ হয়েছে আমাদের ,এডমিশনের পড়াশোনা শুরুকরেছি কিছুদিন। কিন্তু তখন অনেক হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ অনেক ঝামেলায় পড়াশোনা তেমন করতে পারছিলাম না । তখন আমার বন্ধু সাঈম আমাকে বললঃ “হতাশ তো হবে শুধু নাস্তিকেরা, তুমি কি নাস্তিক যে তুমি হতাশ হবা? কারণ আস্তিকদের সর্বদায় একটা ভরসার জায়গা আছে আর তা হলো “আল্লাহ”।”

কত যে সুন্দর একটা কথা এটা তা এখন কিছুটা উপলদ্ধি করতে পারি। কারণ যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে সে কখনো হতাশ হতে পারে না। আর আল্লাহ তার সব বান্দাকেই ভালবাসেন।কেউ পাপ কাজ করলেও আল্লাহ চান সে যেন তওবা করে আবার তার নিকট ফিরে আসে।

২।(৪ ঠা আগস্ট , ২০১৭)

আগামীকাল আমাদের লেভেল ২ টার্ম ১ এর ম্যাথ এক্সাম। গত পরশু রাতে ১২০ পেজের একটা খাতা তৈরি করেছিলাম ; গত রাতে সেটা শেষ হয়ে গেছে। ৩ আগস্ট এই দিনে ১১২ পেজ ম্যাথ করেছি আমি। এটা আমার জীবনের ৩য় সেঞ্চুরি।এর আগে ক্লাস নাইনে(২০১১,ওটাও আগস্ট মাসই ছিল সম্ভাবত) ২য় সাময়িকে জেনেরাল ম্যাথ পরীক্ষার আগের দিন ঠিক ১০০ পেজ ম্যাথ করেছিলাম। আর আমার রেকর্ড হলো ইন্টারমেডিয়েট বোর্ড পরীক্ষার গণিত ২য় পত্র এর আগের দিন(২০১৫, ১লা জুন) ১১৯ পেজ লিখেছিলাম। ক্লাস টেনে(২০১২) জানুয়ারী মাসে ৬২০ পেজ লিখেছিলাম। ক্লাস ফাইভে(২০০৭) আমাদের স্কুলের(পাতিবিলা প্রাথমিক বিদ্যালয়) মর্জিনা ম্যাডাম বলেছিলেন “আমার মেয়ে তুলির এক সপ্তাহে ৫ দিস্তা ( ৫x১২x৮=৪৮০ পেজ) কাগজ শেষ হয়ে যায়।” নাসিম ক্লাস সেভেনে(২০০৯) একদিনে ১৬০ টা অঙ্ক করার রেকর্ড করেছিল। আমি কখনো দিনে কয়টা অঙ্ক করলাম সেটা হিসাব করিনি। ক্লাস এইটে(২০১০) সর্বমোট ৩৩ টা কলম লিখে শেষ করেছিলাম ক্লাস নাইনে ৫২ টা কলম লিখে শেষ করেছিলাম। ক্লাস নাইনে ৩ দিনে একটা কলম লিখে শেষ করেছিলাম,আর নটরডেমে সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে ২ দিনে শেষ করেছিলাম।আর গত পরশু(২ আগস্ট)রাতে একটা নতুন কলম(MATADOR HI SCHOOL) দিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম আর আজ(৪ আগস্ট) দুপুরে সেটা শেষ হয়ে গেলো।অর্থাত মাত্র দেড়দিনে আমি একটা কলম লিখে শেষ করলাম যা আমার নতুন রেকর্ড। বড় ভাইয়া নাকি ক্লাস সেভেনে(১৯৯৬) থাকতে তখনকার ECONO কলম একদিনে লিখে শেষ করেছিলেন। আমার জানা মতে এখনপর্যন্ত এটাই রেকর্ড।

৩।(১২ আগস্ট ২০১৭) ক্লাস নাইনের ফাইনাল পরীক্ষা শেষে বিভাগীয় গণিত অলিম্পিয়াডে আমি সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম আর ইয়াদ প্রাইমারী ক্যাটাগরীতে সেকেন্ড রানার আপ হয়েছিল। ২০১১ এর ১৯ ডিসেম্বর আমি আর ইয়াদ একই দিনে আম্মাকে ২ টা মেডেল এনে দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়ির ইতিহাসে এখনো যা একমাত্র ঘটনা।তাই আমি ক্লাস টেনে জাতীয় গণিত অলিম্পিয়াডের প্রস্তুতি জোরেশোরেই নিয়েছিলাম। ও দিকে টুকু আপু (নাজনীন জাহান রুমি) আকিজ কলিজিয়েট স্কুলের গণিতের শিক্ষক। আকিজ কলেজ থেকেও কয়েকজন গণিত অলিম্পিয়াডে চান্স পেয়েছে।টুকু আপুদের কলেজে গণিত অলিম্পিয়াডের জন্য ছাত্রদের দিক নির্দেশনা দিতেন গণিতেরএক সিনিয়র শিক্ষক।স্যার ও টুকু আপুদের মাঝে আলোচনা হওয়ায় ওই স্যার শুনেছিলেন যে আমি(টুকু আপুর ভাই) গণিত অলিম্পিয়াডে চান্স পাইছি। তো ওই স্যার উনার জাতীয় অলিম্পিয়াডে অংশ নেওয়া ছাত্রদের সাথে ঢাকা আসলেন এবং অলিম্পিয়াডে ছাত্রদের সাথে থাকলেন।আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি সেবার জাতীয় অলিম্পিয়াডেও চান্স পেয়ে গেলাম(Four zero six zero Md Shahibur Rahman Miyad, Maheshpur High School). আমি খুবই খুশি ছিলাম। তারপর কয়েকদিন কেটে গেলো। ওই স্যার আবার উনাদের কলেজে ক্লাস নেওয়া শুরু করলেন। টুকু আপু আর ওই স্যার কে বলেননি যে “আমার ভাই জাতীয় উৎসবেও চান্স পেয়েছে”। কিন্তু ওই স্যারই টুকু আপুকে বলেছিলেন “আপনার ভাইটা চান্স পেয়েছে , তাই না?” টুকু আপু বললেন “আপনি কী করে জানলেন?” ওই স্যার বললেন “রেজাল্ট দেওয়ার সময় শুনলাম বলল “…মহেশপুর””।

এই গল্প টুকু আপু কিছুদিন পর বাসায় এসে আমাদের সাথে বললেন। জীবনে অন্যতম সুখের অনুভুতি দেয় এই ঘটনাটি।

৪।(১২ ই আগস্ট ২০১৭)

১৯৯৩ সালে নির্মিত বাংলাদেশের ইতিহাসের অন্যতম সেরা সিনেমা “কিয়ামত থেকে কিয়ামত”।২০০৪-০৫ সালের দিকে আমাদের বাড়ির সামনে(যেখানে আমাদের এখন নতুন বাড়িটা আছে ) সীম গাছের চাষ করা হয়ছিল।ওই সীম গাছের পালার নিচে বসে বসে একদিন টুকু আপু ছোট আপু(বা ওই রকম কাউকে) কিয়ামত থেকে কিয়ামত সিনেমার গল্প বলছিলেন।আমি তখন তাদের পাশে বসে শুনছিলাম।অনেক ভাল লেগেছিল সিনেমার কাহিনী শুনে।আজ আমি জীবনের প্রথমবারের মত কেয়ামত থেকে কেয়ামত সিনেমা দেখছি।অনেক ভাল লাগছে।এতটাই ভাল লাগছে যে সিনেমা অর্ধেক অংশে থামিয়ে রেখে আমি এই সুখের মুহূর্তটা লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাইলাম।

৫।(২৬ শে আগস্ট ২০১৭)

ঈদুল আযহা( ২ সেপ্টেম্বর) এর ছুটিতে বাসায় আসলাম আজ। নিশান কবে আসবে জানতাম না। এসে বিকালে পিকুলের সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম নিশানও আছে ওর সাথে । নিশান নাকি আজই দুপুরে এসেছে। খুব ভাল লাগল । সন্ধার পর কিছু ক্ষণ একসাথে সময় কাটালাম আমরা। তার পর বাড়ি এসে রাতে খেয়ে “ছুটিরদিনে” পড়লাম। আজ “ঈদ আণু গল্প” ছেপেছে অনেক গুলো। একটা গল্পের কিছু লাইন খুব ভাল লাগল। সেগুলো নিচে লেখা হলঃ

“সব কিছুই ফিরে আসে--- the good , the bad , the love or hate

Life is an echo, all comes back

The good, the bad, the false, the true

Give the world the best you have

And

The best will come back to you.”

6.(13 September 2017)

আজ আমাদের ২-১ টার্মের রেজাল্ট দিয়েছে। আমি ৩.১৩ পাইছি। মনটা খুব একটা ভাল নেই। বহু কষ্টে আমি এবার বুয়েটে ম্যাথে এ প্লাস পাইছি তাই ভাল লাগছে। শ্বাশ্যত সৌম্য ৪ না পেয়ে হতাশার স্ট্যাটাস দিয়েছে। যদিও ও এখনও ডিপার্টমেন্টে প্রথম স্থানে আছে। রায়হান 4.00 পেয়েছে এবার । সেই রায়হান , রায়হান রাশেদ। যে নটরডেমে টেস্ট পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল , যে এডমিশনের ক্লাস গুলোতে যে অসাধারণ ফিজিক্স পারত, ম্যাথেও অনেক ভাল পারত, যে বুয়েট ভর্তি পরীক্ষায় ৯ম হয়েছে। আমরা গ্রুপ ওয়ানে একসাথে পড়তাম নটরডেমে। অনেক কাছের এক বন্ধু ও আমার। ওর চিন্তাভাবনা গুলো ভাল লাগে আমার । অনেক ভাল মানুষ ও । অনেক ধার্মিকও । আশা করি জীবনে অনেক ভাল করবে ও । রায়হান যে ফোর পেয়েছে এখবর কিন্তু আমি সরাসরি ওর কাছ থেকে শুনিনি। যারা ফোর পায় তাদের খবর শোনা লাগে না। আকাশে বাতাশে এমনিতেই ধ্বনিত হয়। আমি গত টার্মে ২ টা কোর্সে ফেল করেছিলাম। আগে রেজাল্টদিলে সবাই ফোন দিয়ে খোজ নিত কত পাইছি। আম্মা , ভু ভাইয়া, ফয়েজ ভাই , অনিক ভাই ফোন দিয়ে আমার রেজাল্ট শুনেছিল গতবার। রুমে লাজিব ভাই পুলক ভাইও আগহ্র ভরে আমার রেজাল্ট শুনত আগে । এবার এদের কেউ আমার রেজাল্ট জানতে চায়নি। কারণ গত টার্মে ফেল করার জন্য হয়ত কেউ আমার রেজাল্ট শুনতে চেয়ে আমাকে লজ্জা দিতে চায় না। অনেক ভাল তারা। আমার কষ্ট বোঝেন।এই ভাবে আমাদের মত ছাত্রদের এমন রেজাল্ট হয়ত চিরকালই আধা গোপন থেকে যাবে। ভদ্রতার খাতিরে কেউ জানতে চাইবে না।

জীবনে হয়ত কোনো টার্মে আমি 4.00 পাবো না, কিন্তু কখনো যদি 4.00 পাওয়ার চেষ্টা না করি তবে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।

আমি খারাপ রেজাল্ট করলে কাউকে আমার রেজাল্ট বলতে চাইনা। তবে ভাল রেজাল্ট করলেও খুব একটা বলতে পছন্দ করি না। যেমন ক্লাস এইটে থানা ফার্স্ট হওয়ার পর আমি কাউকে বলিনি “আমি থানা ফার্স্ট হইছি”। আম্মা রেজাল্টের দিন জিজ্ঞেস করেছিলেন “তুমি কি থানা ফার্স্ট হয়েছ?” আমি শুধু “হ্যাঁ” বলে উত্তর দিয়েছিলাম।

7.আজ ১৮ ই সেপ্টেম্বর ২০১৭। আমি আমার এডভাইজার স্যার সুকর্ণ বড়ূয়া এর সাথে দেখা করলাম।কারণ গত বছর টার্মে আমি অব্জেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাবে ফেল করার কারণে এই টার্মে রি টেক নিয়েছি , তাই আমাকে ১৬ ব্যাচের সাথে ল্যাব ক্লাস টা করতে হবে। কিন্তু ১৬ ব্যাচের ল্যাবের সাথে ল্যাব করতে গেলে আমার সপ্তাহে ২ টা ক্লাস মিস দিতে হবে। স্যার বললেন তুমি ক্লাস বাদ দিয়ে করো। যে আমি ভার্সিটি লাইফে কোনোদিন একটা ক্লাসও মিস দেইনি( ৭ এপ্রিল ২০১৭ তে নানীর মৃত্যুর জন্য ৮ এপ্রিল, আমার ২২ তম জন্মদিনে আমি ক্লাসে আসতে পারিনি, ৪ টা ক্লাস মিস গিয়েছিল) সেই আমাকে কোনো কারণ ছাড়াই ভার্সিটিতে উপস্থিত থাকার পরও ক্লাস মিস দিতে হবে। পাপ আমি করেছি। ফল তো ভোগ করতে হবে আমাকেই। যাই হোক। স্যারের রুমের যাওয়ার পর স্যার আমার পূর্ববর্তী সব রেজাল্ট দেখলেন। আর বললেন “জীবনে স্ট্রাগল নিতে পারতে হবে। জীবন মানেই কষ্ট। জীবনে সুখের মাঝে মাঝে কষ্ট আছে তা বলব না , বরং কষ্টের মাঝে মাঝে ক্ষণিকের সুখ আছে। স্যার আমাকে বললেন একসাথে এই টার্মের সাথে তুমি ল্যাব রি টেক নিচ্ছ , কঠিন অনেক। পারবে তো?” আমি বললাম “জি স্যার”। স্যার বললেন।।“তাহলে তুমি অনেক পরিশ্রম করো, টুয়েন্টি ফোর আওয়ার পড়াশোনা করো”। আমি বললাম “জী স্যার”।

তার পর আবার চলে আসলাম ক্লাস করতে। হ্যাঁ আমাকে ২৪ আওয়ার পড়তে হবে(অর্থাৎ ১০০% পড়তে হবে)। পড়তে হবে অনেক কিছুর জন্য। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য, সুকর্ণ স্যারের আদেশ পালন করার জন্য , মায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য, পড়তে হবে কিছু মানুষকে নিরব জবাব দেওয়ার জন্য। পড়তে হবে আমি যা , তা হওয়ার জন্য । পড়তে হবে অনেক কিছুর জন্য.........

8.আজ ১০ ডিসেম্বর ২০১৭ , আমার ভার্সিট লাইফের অন্যতম সুখের দিন। আজ আমদের বি১ ল্যাব গ্রুপের এলগোরিদম অফলাইন ছিল “হ্যাশিং এর উপর”,এতে নিজের ইচ্ছা মত ৩ টা হ্যাশফাংশন ব্যাবহার করতে হয়।আমি কোরম্যান এর বই থেকে মাল্টিপ্লিকেশন হ্যাশিং নামের একটা ব্যাতিক্রমি হ্যাশ ফাংশন ব্যাবহার করি,এর পারফর্মেন্স অনেক বেশি ভাল(প্রায় ৯০% ইউনিক) ডাটা আউটপুট দেয়। এই ফাংশন ইউজ করার ফলে লিনিয়ার প্রবিং এ আমার ১০০০০ টা ডাটার জন্য মাত্র ১৪০০ এর মত কলিশন হয়েছে,অন্যসবার যেখানে ৪৫০০+ কলিশন হয়েছে।আমার অফলাইন আজকে দেখেছেন সাইফুর স্যার।আউটপুটে এত কম কলিশন দেখে স্যার বললেন”আপনার দ্বিতীয় হ্যাশ ফাংশন টা দেখান, এত কম কলিশন আসা তো সন্দেহ জনক”।আমি ফাংশন টা দেখালাম,কীভাবে করেছি তা বললাম। স্যার বললেন “এটা কি আপনি নিজে তৈরী করেছেন?” আমি বললাম না স্যার এটা কোরম্যান এ আছে। তার আমি বললাম “কানূথ বলেছে ফ্যাক্টর যদি গোল্ডেন র‍্যাশিও হয় তবে এটা সবচেয়ে ইফিসিয়েন্ট হয়” স্যার কানুথের নাম শুনে একটা সুন্দর হাসি দিলেন আর বললেন “আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি সেটা”।তারপর স্যার মুগ্ধ হলেন,তৌফিক স্যার কে বললেন তুমি লিনিয়ার প্রবিং এ সর্বনিম্ন কতটা কলিশন দেখেছ?।পরাগ স্যার উত্তর দিলেন “স্যার ৪৫০০ এর মত”।তখন সাইফুর স্যার বললেন “এ তো excellent ভাবে মাত্র ১৪০০ কলিশনের করে ফেলেছে”। তারপর আমাকে বললেন “আপনার মত কেউ এই ফাংশন ইউজ করেনি।” তারপর স্যার আমাকে অফলাইন ও ভাইভাতে ১০ এ ১০ দিলেন এমনকি অনলাইনে আমার প্রথমে ৭ দিয়েছিলেন তা বাড়িয়ে ৮ করে দিলেন এবং আমাকে দেখিয়ে কতদিলেন তাও বললেন । আমার অনেক ভাল লাগলো।অফলাইনে সাইফুর স্যারকে এভাবে মুগ্ধ করতে পেরে আমি অনেক বেশি খুশি।

9.আজ পহেলা জানুয়ারী ২০১৮ । অর্থাৎ বছরের প্রথমদিন। অনেক আবেগ থাকে এই দিনে প্রায় সবার। সবাই পুরনো বছর এর হিসাব মেলাতে থাকে। আমি শুধু বলব অনেক কষ্টের গেলেও ২০১৭ অনেক শিখিয়েছে আমাকে। যাইহোক, নতুন বছরটা নতুনভাবে শুরু করতে চাই।আজকের দিনটা অনেক ভাল গেলো, তাই কিছু লিখব।  
দিনের শুরুতা হয়েছিলো উৎপল ও রায়হানের সাথে পুরান ঢাকার আতশবাজি উৎসব দেখার মাধ্যমে।তারপর হলে আসার আগে বুয়েট গোলপোস্টের সামনে আমরা তিনজন সেলফি তুললাম।রায়হান সেতা আপলোড দিলো। তারপর ফেসবুক চালাতে চালাতে রাত ২.৫০ এর দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ৯.০০ টার দিকে উঠে নাস্তা করলাম, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম, পরীক্ষার ফি জমাদিলাম ব্যাংকে । দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে থাকলাম, কিছুই ভাল লাগল না। আগের দিন বাসা থেকে আসার সময় আব্বার সাথে খারাপ ব্যাবহার করে এসেছি, এই দুঃখে কিছুই করতে পারলাম না। ঘুমিয়ে পড়লাম ৩.০০ এর দিকে। ঘুম থেকে উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফেসবুক অন করলাম। একটু পর দেখি অচেনা নাম্বার থেকে একটা ফোন আসল। আমি চিনতে পারলাম না। নাম বলল সাবরিনা আফরিন। আমাদের ২ ব্যাচ জুনিয়র। এবার রুয়েটে ইটিই তে ভর্তি হয়েছে। পরিচয় ভালভাবে দেওয়ার পর আমি আস্তে আস্তে ওকে চিনতে পারলাম। অনেক ভাল লাগল ওর সাথে কথা বলে। মোট ২৫ মিনিট ৪(চার) সেকেন্ড কথা বললাম।পরে আমাকে বলল “থ্যাংক ইউ আমার সাথে এতক্ষণ কথা বলার জন্য”। তারপর আমি উৎপল আর রায়হান রাতে ডি এম সি থেকে খেয়ে আসলাম। রাত ১১ টার দিকে রায়হান উৎপল আমি আর নিজেকে নিয়ে ৩ জনের একটা গ্রুপ খুলল। সবমিলিয়ে দিনটা অনেক ভাল গেলো।

10.(17.02.2018)

আজ আমাদের লেভেল ২ টার্ম ২ এর ম্যাথ ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হলো। ম্যাথ কোর্স ছিল। আর কোনোদিন কোনো ম্যাথ কোর্স করা লাগবে না ভার্সিটি লাইফে। জীবনে ম্যাথ কোর্সের অবসান ঘটিল। তবে ভালবাসাটা আরো বাড়বে আশা করি। এই পরীক্ষার জন্য আমি অনেক কষ্ট করেছি। গত ৬ দিনে আমি ৫২০ (১২০+৬৪+৭০+৫৯+৯৩+১১৪) পৃষ্ঠা অংক করেছি। আজ পরীক্ষায় ৪৩ পেজ লিখেছি যা এখন নিজের সর্বোচ্চ, এর আগে এইচ এস সি তে আই সি টি পরীক্ষায় ৪২ পেজ লিখেছিলাম। তারপরো এ+ নাও হতে পারে, কারণ বুয়েটে যেকোনো বিষয়ে এ+ পাওয়া অনেক কঠিন।

জীবনে গণিতের যতগুলো শাখা পড়েছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লেগেছে নাম্বার থিওরী। এর পর বিন্যাস-সমাবেশ, ইন্টিগ্রেশন,ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আর ল্যাপ্লাস এর ট্রান্সফর্ম।আর সবচেয়ে কঠিন লেগেছে ভেক্টর ক্যালকুলাস, এর অঙ্কও কঠিন এবং এর মূল ধারণাটাও বুঝি না আমি। ফুরিয়ার ও কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল এর অঙ্ক তেমন কঠিন না হলেও এগুলোরও মূল ধারণাটা আমার বোধগম্য হয়নি।